<BLD14><Literature><Letter&Dia><1987><Book.><কারো.কোয়><বৈদ্য.
গ.><08101>

কারো কোয়না কোয়েল । বৈদ্যনাথ গঙ্গোপাধ্যায় । ডায়েরী ।

এম্প মহুয়ার ফুল যেমন এখানে মানুষের তিন চার মাসের খাদ্য এবং সারা বছরের পানীয় , তেমনি ঐ একম্প মহুয়ার রসে মাতাল হতে চায় ভালুকরাও । ভালুকদের অধিকার নিয়ে কোন কানুন চালু নেম্প । যখন যেখানে খুশী হাজির হয় লোভে লোভে । আর তখনম্প মানুষ ভালুকে দ্বন্দ্ব । আবহমান কাল থেকে এম্প দ্বন্দ্ব চলে এসেছে । ফলে ভালুক যেমন মানুষের উপস্থিতি গ্রাহ্য করে না , মানুষও তেমনি ভালুক দেখে ডরায় না । হাতাহাতি মারামারিতে সামান্য ছড়ে ছুলে যায়ম্প চামড়া মাংস , উভয় পক্ষেরম্প । কিন্তু ওতে কোন পক্ষম্প ভীত নয় , দাওয়া-দারুও করে না । কিন্তু মাঝে মাঝে আঘাত হয়ে যায় চরম , তখন ভালুক কি করে জানি না , মানুষ কিন্তু তার সাধ্যমত , বুদ্ধিমত , মলম-পট্টি - দাওয়া দারু করেম্প । কচ্চিৎ আমাদের দরজায়ও আসে এবং আমি বেশ কয়েকটি চিকিত্সাও
করেছি । প্রতিবারম্প লক্ষ্য করেছি , মারাত্মক সব যখম না বিষিয়েম্প সেরে গেছে । টিটেনাস , গ্যাংগ্রীন সেপ্টিক্ হওয়ার একটা ঘটনাও ঘটে নি । সভ্য বলতে যাদের বুঝি , তারা হলে মনে হয় কাউকেম্প বাঁচানো সম্ভব হ'ত না । অর্থাৎ আমি বলতে চাচ্ছি , ওষুধের গুনেম্প যে এরা ভাল হয়ে যায় তা নয় , এদের প্রতিরোধ শক্তিম্প হয়তো এর মূলে । অন্তত আমার দৃঢ় ধারণা তাম্প-ম্প ।
বাঘ-চিতা-নেকড়ের বেলায় কিন্তু হিসেব আলাদা । জঙ্গলে মানুষের সঙ্গে বাঘেদের দেখা হয়ম্প না বলতে গেলে । বাঘ-চিতাবাঘ হয়তো পাশেম্প রয়েছে , কিন্তু জানবার উপায় নেম্প । বাঘ মানুষকে অত্যন্ত ভয় করে । সে তার উপস্থিতি

কিছুতেম্প জানতে দিতে চায় না মানুষকে । মানুষ বাঘের গায়ের গন্ধ পায় না (বীরেন্দ্র সিংয়ের মত শিকারীদের কথা বাদ দিয়ে) নিজের পথ ধরে নিজের কাজে চলে যায় । জঙ্গলে এমন কোন জিনিসম্প নেম্প যৌ একম্প সঙ্গে বাঘেরও অতি প্রয়োজনীয় , মানুষেরও । অতএব দ্বন্দ্ব নেম্প । বাঘ যদি দুর্ভাগ্যক্রমে অথর্ব হয় , অভ্যস্ত শিকারে কোন কারণে অপারগ হয় , তখনম্প সে নরখাদক হয়ে যায় । কারণ মানুষের মত এমন সহজ শিকার আর নেম্প । অবশ্যম্প বাঘকে অনেক ধৈর্য্য ধরে পর্য্যবেক্ষণ করে নিতে হয় এবং তাক বুঝে ঝাঁপ দিতে হয় (ওৎ পেতে বসে থাকা) । সময় সময় এম্প পর্য্যবেক্ষণ বেশ দীর্ঘ হয় - এত দীর্ঘ যে কয়েকর্কি পুরো দিনও পার হয়ে যায় । মানুষের এম্প গতিবিধির ওপর নজর রাখা , তাও আবার সকলের অজ্ঞাতে , চুপে চুপে , বাঘের অসীম সাহসীকতা ও ধূর্তামিরম্প পরিচায়ক । শক্তিতে আর ক্ষিপ্রতায় বাঘ অথর্ব হলেও মানুষের থেকে অনেক উপরে । তাম্প সব সময়ে মানুষম্প বাঘের হাতে মরে । জন্মশিকারী এম্প অধুনা অথর্ব শার্দুল-রাজের ছল-বল-কৌশলের সঙ্গে মানুষ পেরে ওঠে না ।

কিন্তু কখন কখন মানুষের হাতে বাঘও মরে দেখেছি । তবে এ মানুষ অবশ্যম্প জন্মশিকারী । জঙ্গলেম্প জন্ম , জঙ্গলেম্প মানুষ , জঙ্গলেম্প মৃত্যু । জীবনে বহু বাঘের ধূর্তামির সঙ্গে এর পরিচয় ; যেহেতু দু'জনেম্প একম্প জঙ্গলে শিকার করে , একম্প নদী-নালার জল পান করে , বারোমাস , সারাজীবন । এ মানুষের কাছে নরখাদকও এগোয় না । দু'জনাম্প দু'জনকে এড়িয়ে চলে ।

ভালুকের শিকার করে পৌ চালাতে হয় না , সে শিকার করে বাধ্য হয়ে । ভালুকের তাম্প ধূর্তামি নেম্প বললেম্প চলে । এবং একম্প কারণে ভালুকের শক্তি থাকলেও ক্ষিপ্রতা অপ্রতুল । ভালুকে মানুষে লড়াম্প তাম্প সমানে সমানে লড়াম্প এবং এম্প লড়াম্প কাড়াকাড়ির লড়াম্প , তাম্প প্রায়ম্প সম্ভব । (মানুষ বলতে আমি কিন্তু সব সময়েম্প আদিম অধিবাসী , যারা শহরবাসী হয়নি এখনও ,

তাদেরস্প বোঝাচ্ছি ।)

হাতিকে এরা ঠিক যাকে ভয় করা বলে , তা কিন্তু করে না । বরং বলা যায় হাতিকে এরা শ্রদ্ধা করে , পূজো করে মহান জ্ঞানে । হাতির হৃদয়বেত্তা এবং বুদ্ধিমত্তার পরিচয় আমি পেয়েছি বহুবার ।

নীহার চ্যা ার্জী সার্ভেয়ার । চেস্পনম্যান আর মজদুর মিলিয়ে তার দলে প্রায় জনা চল্লিশেক লোক প্রায়স্প যেত খাদানে জঙ্গলে , মাপজোখের কাজে । একবার এমন হল যে সকালে গিয়ে রাত পর্য্যন্ত আর ফিরল না কেউ জঙ্গল থেকে । কী হল কী হল সকলেরস্প চিন্তা । এতবড় এক া দল জঙ্গলে উবে গেল নাকি ? অতএব লোক লস্কর , বন্দুক-লাঠি , র্চ-হ্যাজাক্ নিয়ে উদ্ধারকারীর দল বেরোলো রাত দশ ায় ।

হঞ্জর-দিরি-বুরুর যেখান ায় অধুনা অবলুপ্ত সোনা খাদানের লোহা-লক্কর পড়ে রয়েছে তারস্প প্রায় দু'শ ফু নিচে সে দিনের সার্ভের কাজ হওয়ার কথা ছিল । সুতরাং সকলে মিলে সেস্প দিকেস্প খুঁজতে গেল । সারা রাত তন্ন তন্ন করে খুঁজে কাউকে কোথাও পাওয়া গেল না । হতাশ হয়ে সকালের দিকে যখন উদ্ধারকারীর দল ফিরে আসতে শুরু করেছে তখন হঠাৎ দেখা গেল একেবারে নিচে কারোর পাড়ে সারি সারি কতগুলো জামাকাপড় পড়ে আছে , যেন রজক কাপড় শুকোতে দিয়েছে ।

দুর্গম পথ বেয়ে যখন অনেক কষ্টে সেখানে পৌঁছানো গেল , দেখা গেল , ওগুলো কেবলমাত্র জামাকাপড় নয় , জামাকাপড় পরিহিত মানুষ জন , অচেতন , অর্দ্ধচেতন সব পড়ে আছে । এক অদ্ভুত ব্যাপার দেখা গেল যে , সকলেরস্প পুরো শরীর া জলে ডোবানো এবং সকলেরস্প মাথার নিচে একখণ্ড চওড়া মাঝারি আকারের পাথর রয়েছে । যেন পাথরের উপাধানে ওদের কেউ শুস্পয়ে রেখেছে । সকলেরস্প চোখমুখ ও দেহাংশ কমবেশি ফোলাফোলা । পাস্পকারি

হারে ওম্প শরীর ফুলে জলের মধ্যে পড়ে থাকার কারণ বোঝা শক্ত ।
হাসপাতালে যখন এদের বয়ে আনা হল তখন এক আধজন মাত্র কথা বলতে পারছে , বাকী সব তখনও অচৈতন্য । নানা প্রশ্নোত্তরের পরে জানা গেল , দিনের কাজ সেরে বিকেলে যখন তারা নেমে আসছে পাহাড় থেকে , তখন হঠাৎ মৌমাছির আক্রমণ ও দল ছত্রভঙ্গ । অসংখ্য দংশন এবং অসহ্য জ্বালা - মাথায়-মুখে-গায়ে-পায়ে সর্বত্র । ক্রমে সকলেম্প যন্ত্রণায় অচৈতন্য ভাব এবং ভূতলে আশ্রয় গ্রহণ । গাঢ় অন্ধকার চতুর্দিকে এবং তারম্প মধ্যে , ঐ অসহায় অবস্থায় হাতির আক্রমণ । শুঁড়ে করে উপরে তুলে ধরা পর্য্যন্ত অনেকেরম্প মনে পড়েছে , তারপর আর কিছু মনে নেম্প । এখন দেখছে এখানে রয়েছে । সকলেরম্প প্রচণ্ড জ্বর , গায়ে প্রচণ্ড ব্যথা । //
আর্দালী নন্দকে জিজ্ঞাসা করতে জানা গেল , পালিওয়াল লেবার পার্ি (ম্পউনিয়ন নাম তখনও হয়নি) মেম্বার বানাতে এসেছে এবং সকলকে চাপ দিচ্ছে নাম লেখাবার
জন্য , চাঁদা দেওয়ার জন্য । আগেও দু'চার বার এসেছে এবং তাম্প আজ একু রাগরাগি ভাব ফুে উঠেছে কথাবার্তায় । তবু কেউম্প মেম্বার হতে চাচ্ছে না বলে এত চেঁচামেচি ।
নন্দকে বললাম চৌকিদার দিয়ে পালিওয়ালকে বার করে দিতে । মেম্বার বানাতে হাসপাতালে কেন , সকলের বাড়ী ঘর যাক । এ ছাড়া উপায় ছিল না । একবার অনিয়মকে প্রশ্রয় দিলেম্প রেওয়াজে পরিণত হয় , জানা ছিল । এও বুঝলাম এক া ঠোকাঠুকির মুখোমুখি হতে হবে , এবং তা হবেও অচিরেম্প । হলও তাম্প । আমাদের সম্মেলনের স্থানে সামিয়ানা াঙানো হচ্ছিল । সেখানে কাজের অগ্রগতি দেখতে গিয়ে শুনলাম লেবার পার্ি মিিং ডেকেছে পালিওলাল , আমাদের জায়গার পাশেম্প , এবং একম্প সময়ে । অর্থাৎ

ঠোকাঠুকি লাগাবার স্পচ্ছাকৃত ব্যবস্থা ।

ঠোকাঠুকির ঝামেলা অনেক । এড়াতে পারলে সবচেয়ে ভাল । মাথায় বুদ্ধিও একৗা এল । বিরী ডাম্পরেক্টর বাংলো খালি পড়ে আছে । সুখ সুবিধার রাজসিক ঢালাও ব্যবস্থাও সেখানে । অনুমতি একৗা চাম্প , তাতে আৗকাবে না ।

সব শুনে বুদ্ধির তারিফ করে পেনম্যান রাজী হল । বলে এলাম প্ল্যানৗা যেন ফাঁস না হয় । ওদিকে সামিয়ানাও খাৗানো হল । বুদ্ধির খেলায় হেরে যেতে হল লিডার মশাম্পকে ।

কিন্তু এম্প আখ্যানে ও সব আলোচনা আমি বর্জন করতে চাম্প । কেবল এম্পৗুকু উল্লেখ করলেম্প যথেষ্ট হবে যে সাধারণের সরকার জেনেশুনেও অনেক বিষ পান করতে দ্বিধা করলেন না এবং তাতে মহামূল্য স্বাধীনতার আসল মূল্যবোধ ত দূরের কথা , আদৌ কোন মূল্যও যে এর থাকতে পারে , সেম্প সহজ বোরধৗুকুও একে একে ধীরে অতি ধীরে অবলুপ্তির পথে ছুৗে চলল । সব চেয়ে সোজা ব্যাপার হ'ল এম্প সব বালখিল্য নেতাদের তোষণ করতে গিয়ে কর্মীর সংখ্যা দিন দিন বাড়তে লাগল , উত্পাদন অথচ দিনদিন কমতেম্প থাকল । যে ঘুষ-উত্কোচ বন্ধ করার জন্য এতবড় একৗা দাঙ্গা হয়ে গেল এম্প সেদিন , সেম্প ঘুষ-উত্কোচেরম্প লেনদেন , ঈশ্বরের মতম্প সর্বত্র বিরাজমান হয়ে গেল । ঘুষ দিতে হবৌাকা কামাবার জন্য এবংৗাকা কামাতে হবে ঘুষ দেওয়ার জন্য , এম্প দার্শনিকতাম্প সবেগে চালু হয়ে গেল । কর্মে নিষ্ঠার অভাবে একদিকে যেমন গুণগত মান নেমে গেল , তেমনি অমনোযোগীতার সঙ্গে দায়িত্বজ্ঞান-হীনতার যোগ ডেকে আনতে লাগল ছোৗ বড় সব দুর্ঘৗনা ক্রমবর্ধিত সংখ্যায় । সব দেখে শুনে বেশ বোঝা যায় , মূল স্পচ্ছা উত্পাদনকে আহত করা । পালা করে আজ এখানে ত কাল ওখানে কর্মবিরতি , সকালে দুপুরে বিকেলে স্লোগানের ধ্বনি

প্রতিধ্বনি । পাহাড় জঙ্গল বারবার কেঁপে কেঁপে ওঠে । মাঝে মাঝে হরতাল হয় ছোট্ট পাহাড়ী শহরটিরি সব কিছু স্তব্ধ করে দিতে ।

প্রতিবাদ নেস্প যে তা নয় , কিন্তু অবুঝদের দাপটে সমঝদারেরা এগোতে পারে না । স্লোগানের তুবড়িতে হলুদ রঙের মধ্যে মাঝে মাঝে ছিটেফোঁটা সন্ত্রাসের লাল ফুলকিও দেখা যায় । সংঘর্ষ সন্ত্রাস বেশীর ভাগ লোকস্প চায় না , এড়িয়ে চলে । ফলে মুষ্টিমেয় কয়েকজন অপদার্থ কর্মবিমুখ বুক চিতিয়ে ঘুরে বেড়ায় , কর্ম যজ্ঞ লণ্ডভণ্ড করে দিতে ধর্মঘট-হরতাল-অনশন স্পত্যাদি পাশুপাত অস্ত্রগুলির আমদানি বা উদ্ভাবন করেছিলেন যে মহাজন , তিনি বুঝতেস্প পারেন নি যে এস্প মহাশক্তিধর অস্ত্রগুলি একদিন স্বয়ং শিবেরস্প বুকে শেল হানবে ! শিবম্ এবং সুন্দরম্ দুস্পয়ের মৃত্যু হ'ল , সত্যম একা মরিয়া হয়ে ক'দিন আর লড়বে ! সমঝদারেরা তাস্প হতাশ হয়ে ঊর্ধ্বমুখী বসে রস্পল ।

গোবিন্দা ফিরে এসেছে সুকন্যাকে পৌঁছে দিয়েস্প । আর ক'দিন বাদেস্প সে রিটায়ার করবে । মনটা আমার বেশ শরিফ নেস্প । কারোর কাছেও আগের মত আর যেতে পারি না । গোবিন্দা বাধা দেয় , বলে , সাহেব আজকাল কারোর কুলে ত বদমাস বেস্পমানদের আড্ডা , দারু হাণ্ডিয়ার দরিয়া বস্পছে তামাম গুয়ায় । কী দরকার কারোর কাছে যাওয়ার ?

জিজ্ঞেস করলাম , এক দারু হাণ্ডিয়ার আমদানি হ'ল কী করে ? গোবিন্দা জানালো , বেহিসাবি ওরা ত । বাড়তি টাকা জমাতে জানে না সাহেব । কাছে রাখলে চুরি হয়ে যাবে , তার থেকে ভাটিখানায় খরচা করে আসাস্প ওরা ভাল মনে করে । বললাম , আখেরের জন্য অন্তত জামা কাপড় বিছানাপত্তর , কিছু পোষ্টাস্প খাওয়া-দাওয়াতে ত ... ।

বাধা দিয়ে হাসতে হাসতে গোবিন্দা বলল , ওদের আখের বলে ত কিছু নেস্প সাহেব । যাস্প বল সাহেব , একটু সমঝিয়ে বুঝিয়ে হুঁশিয়ার করে দিয়ে

তারপর টাকা দিলে এমন লোকসান ওদের হত না ।

গোবিন্দা প্রকারান্তরে শিক্ষার কথাই বলতে চায় বুঝে বললাম , কিন্তু আদৌ লেখাপড়া শেখেনি এমন কিছু লোক ত রয়েইছে , যারা মদ-জুয়ায় টাকা না উড়িয়ে সাইকেল কিনেছে , ঘড়ি কিনেছে , ভাল জামা কাপড় করিয়েছে ।

গোবিন্দার যুক্তি এক্ষেত্রে অকাট্য , বলে , সাহেব খেয়াল করে দেখ ভাল ভাল লোকের সঙ্গে থেকে থেকেই এরা সঙ্গগুণে আক্কেল পেয়েছে । খাদানিয়ারা , ঘাসিরা , এরা ত মওকা পায়না । ধাওরায় থাকে , না আছে সৎ সঙ্গী সাথী , না আছে স্কুল , না কোন খেলাধুলার ব্যবস্থা , এমন কি বাগ-বাগিচা , ক্লাব মন্দির এসবেরও কিছুই নেই । তাহলে ওরা শিখবে কার কাছ থেকে ?

সত্যি ত , ভালমন্দের ফারাকটুকু বুঝিয়ে দেবার মত কোন ব্যবস্থাই নেই এই সব পিছিয়ে পড়া লোকগুলির । এবং এই অব্যবস্থার জন্য আমরা সকলেই দায়ী । আর কথা বাড়ালাম না , চুপ করে গেলাম অপরাধীর মত ।

দেখতে দেখতে গোবিন্দায় চাকরী জীবনের শেষ দিনটি পৌঁছাল । আমার অধীনে যত চতুর্থ শ্রেণীর কর্মী - সকলে মিলে গোবিন্দাকে বিদায় জানাবে । আজ বিকালে এক ঘণ্টার ছুটি চাইল সকলে । ফুলমালা দিয়ে গোবিন্দাকে সাজিয়ে , নতুন জামা কাপড় , একটা বড় টর্চ এবং একটা মজবুত টিনের বাক্স ও নগদ দু'শ টাকা ওর হাতে তুলে দিল । দু'একজন এই সৎ-বৃদ্ধ লোকটির প্রশংসা করে বক্তব্য রাখল । আমরা , ডাক্তার-নার্স-কম্পাউণ্ডাররাও হাজির ছিলাম ঐ বিদায় সভায় । আমরাও কিছু গুণগান করলাম । এইবার গোবিন্দার পালা , বললাম গোবিন্দা তুমি এবার আমাদের কিছু বল ।

গোবিন্দা বোবার মত কেবল মুখই নাড়ল , একটি কথাও বের হ'ল না । বের হল খানিকটা চোখের জল ।

পরের দিন পাহাড়ের ডেরা খালি করে দিয়ে , টিপ-সই লাগিয়ে টাকা নেবে

গোবিন্দা এবং আমার ডেরায় স্থায়ী ভাবে থাকবে ািকা পয়সা পোষ্ট-অফিসে জমা রাখা হবে । //

মান্কিদের এক্টু রাশভারি হতেম্প হয় । এরা হল গ্রামের মোড়ল গোছের লোক এবং এদের কথাম্প সর্বক্ষেত্রে শেষ কথা , যার ওপর দুনিয়ার আর কারো কথাম্প চলবে না । ঝগড়া , মারামারি , মত দ্বন্দ্ব , সামাজিক সব ক্রিয়া কর্ম , জায়গা বিলি ব°ন , সবম্প এম্প মান্কির মধ্যস্থতায় ঠিক হবে । গ্রাম ছৌ হোক , বড় হোক , একা মান্কিম্প সবদিকে তদারকি খবরদারী করবে । পাশাপাশি কয়েক্টি গ্রাম নিয়ে এক্টি মণ্ডল । অর্থাৎ এক্টি মণ্ডলে মান্কি এবং এম্প মণ্ডলের আবার একজন প্রধান থাকে - সে মান্কি-মুণ্ডা (মাথা) । খুন-জখমের বিচারে এম্প মুণ্ডা অধিকাংশ মান্কির রায়ে সাজা সাব্যস্ত করে । এম্প সাজা কমানো কিংবা বাড়ানো বা মাফ করে দেওয়ার ক্ষমতা অন্য কারুরম্প এক্তিয়ারে নেম্প । বৃশি আমলেও মান্কি-মুণ্ডার দেওয়া সাজাম্প কৌকে মেনে নিতে হত যদিও তারাও এক্া বিচার ব্যবস্থা করত চিরাচরিত প্রথায় বিচারক দিয়ে । বিচারের ফলে পার্থক্য হ'লে মান্কি মুণ্ডার বিচারম্প শেষ কথা বলে গ্রাহ্য করা হ'ত । বৃশি আমলেম্প এম্প নিয়ম কানুন ক্রমে শিথিল হতে আরম্ভ করেছিল । স্বাধীনতার পর , বিশেষ করে এ সব মানা হয়না যদিও সাধারণের থেকে মান্কি মুণ্ডাদের ওজন এক্টু বেশী বলেম্প স্বীকার করা হয় । সরকারের তরফ থেকে প্রতি গ্রামেম্প একজন করে চৌকিদার বহাল থাকত , যার কাজ থানায় দারোগার কাছে খবর পৌঁছান । কিন্তু মান্কি-মুণ্ডাকে না জানিয়ে কাউকেম্প গ্রেফ্তার করা দারোগা-পুলিসের এক্তিয়ারের ভিতর থাকত না । সকলেম্প জানত , বিশ্বাস করত , আদিবাসীরা কেউম্প কোন দিন মিথ্যা কথা বলে না , কোন কিছুম্প গোপন করে না ।

আমি যখনকার কথা বলছি তখনও এম্প কোল-ওঁরাও-মুণ্ডারা আমাদের এম্প বিশ্বাসের মর্য্যাদা দিত । আবার আমিম্প এদের পদস্খলনও দেখেছি উত্তর-বৃশি

আমলে । একথা এখন অস্বীকার করার উপায় নেম্প যে আমাদের স্বার্থের জন্যম্প আমরা ওদের মিথ্যাচারী হতে শিখিয়েছি । এ লেখার পরিধিতে এম্প আলোচনা সম্ভব নয় , সে আর এক মহাভারত হয়ে যাবে ।

যা বলছিলাম , মান্কি এসে সবিনয়ে জোহার করে দাঁড়াল । মান্কি এসে অভ্যর্থনা জানানো মানে বিরা সম্মান এবং বিশেষ সামাজিক শিষ্ঠাচার । কারোর কোলে এম্প সহজ সরল মানুষগুলি আমাকে তাদের সমগোত্রীয় করে ভাবতে অভ্যস্ত হয়েছিল আমার ঘনিষ্ঠতার চাপে এবং তাম্প আমাকে ওরা ‘ দিকু ’ (বহিরাগত বা বিদেশী) বলে ভাবতেম্প পারত না । সেম্প আমির ‘ আতডি ’ (বিয়ে - সাঙ্গা) হয়েছে সে খবরও তারা জানে এবং সেম্প বৌম্পি তাদের গ্রামে এসেছে এ ত তাদের ‘ পোরব মুসিং ’ - মানে পরবের দিন । অতএব মান্কির হুকুম হ’ল - ‘ মিঠা আগুম্পমে ’ , ‘ দা আগুম্পমে ’ , ‘ ডিয়াং আগুম্পমে ’ অর্থাৎ মিষ্টি আন , জল আন , পানীয় (চাল দিয়ে তৈরী মদ জাতীয় তরল পদার্থ - হাণ্ডিয়াও বলে) আন ।

সুকন্যার কাছে এ সবম্প গ্রীক , সবম্প রোমান । তবু আমি কিছু কিছু বুঝি , সামান্য বলতেও পারি কাজ চালাবার মত । হেসে বললাম মান্কিকে - ‘ আবাম পুরা খুসী মিনা , ’ ‘ আমরা দু’জনে পুরো খুশী হয়েছি ’ (ওদের ভাষায় এক বচন , দ্বিবচন , বহুবচন আছে এবং ধাতুরূপও আছে সংস্কৃতের মত) কিছুম্প আনতে হবে না । চিয়াংত আমাদের চলেম্প না , তা ছাড়া বাড়ী গিয়ে মাড়িজাম তানার (ভাত খাওয়ার) ব্যবস্থা করতে হবে । অতএব চলি । ওরা জোহার করে সারি দিয়ে দাঁড়াল , আমরাও জোহার বলে বিদায় নিলাম ।

ফিরতি পথে বেশীাম্প চড়াম্প । হাফ ধরা পরিশ্রমে পা-পা করে উপরে উঠছি । যাওয়ার সময়ে ঐাম্প ছিল ঢালু পথ , গড়গড়িয়ে নেমে গেছি অক্লেশে । পথের ওপর একা মৌাসৌা গাছের ডাল আড়াআড়ি ভাবে পড়ে ছিল । পাছে

বেগে নামতে গিয়ে হোঁচট খেতে হয় তাই ডালটার ওপর দাঁড়িয়ে সুকন্যাকে হুঁসিয়ার করে দিলাম । সুকন্যা সমালোচনার সুরে বলেছিল , কে আবার এরকম একটা লম্বা ডালকে পথের ওপর আড়াআড়ি ভাবে রেখে গেল , আচ্ছা মূর্খ ত ! কারোর তীরে কাউকে মূর্খ বললে আমার একটু আহত ভাব হয় । আমি তাই সম্ভাব্য একটা কারণ দেখাতে চাইলাম , বললাম , ডালটা কি নরম দেখনা । পচে গিয়েছে মনে হয় । কেউ হয়ত জ্বালানীর জন্য ওটাকে কেটে নামিয়ে তারপর পচা দেখে ফেলে গিয়েছে । পরে এসে হয়ত সরিয়ে দেবে ।

ফেরার পথে দেখা গেল সত্যিই দু'তিন লোক সেই পচা ডালটা কেটে কেটে করে পথ পরিষ্কার করছে । সুকন্যা লোকদের বলল - পচা ডালটা ত তোমাদের উচিত ছিল আগেই পথ থেকে সরিয়ে দেওয়া । লোকেরা হাসতে হাসতে জানালো

,

ওটা পচা ডাল নয় , ওটা অজগর (সাপ) ।

আসল ব্যাপার হচ্ছে - শীত তখন আর জড়িয়ে ধরতে পারে না , কেবল মাঝে মাঝে সাঁঝ সকালে কান-গলা স্পর্শ করে চলে যায় মাত্র । জঙ্গলের সরীসৃপকূল এই রকম আবহাওয়াতেই জাগতে শুরু করে । শীতের ঘুমের পর জাগলেও প্রথম

প্রথম চঞ্চলতা ক্ষিপ্রতা বেশ কমই থাকে । এই অজগর সাপটিও প্রথম নড়ে চড়ে ওঠার এই পথে যেতে যেতে দম ফুরিয়ে যাওয়ায় খানিকক্ষণ জিরিয়ে নিচ্ছিল । এরা ক'জন লোক জঙ্গল থেকে ফেরার পথে সাপটিকে দেখতে পেয়ে কেটেকুটে ভাগাভাগি করে নিয়ে যাচ্ছে । এরা অজগর , গোসাপ তৃপ্তি সহকারে খায় । সুকন্যা সব শুনে চোখ কপালে তুলে বলল - তার মানে আমরা অজগরের পিঠে চেপে পচা ডাল মনে করে হেলা ভরে চলে গিয়েছি !

বললাম , কত সাহসী হয়েছ এরই মধ্যে , দেখলে ত ?

সুকন্যাও জবাব দিল , না জেনে অমন সাহস দেখান খুবই সহজ । আগে জানলে কি হাতির লেজ ধরে টানাটানি তুমিই করতে পারতে ?

বললাম - লেজ নয় , হাতির পা ।

দু'জনেই হাসতে হাসতে রওনা দিলাম আবার । খানিকটা চলার পরেই সুকন্যা বলল - ওদের পুরো হো ভাষায় গান ত কিছুই বুঝলাম না । কেবল বুরু, বোঙা , হুরিং , মারাং এই কটি কথা অবশ্য শিখেছি তোমার কাছে ।

বললাম , আমাদের শ্রীরাধার গান আর কি ! শ্রীরাধা বলত , যমুনাতে কালো সোনা দাঁড়িয়ে রয়েছে , যমুনায় যাব না , কিছুতেই যাব না । এরা গাইছে , চেতান বুরু , মানে ঢালু পাহাড় - মারাং বুরু , মানে বড় গাছ - হুরিং বোঙা , মানে ছৌ দেবতা । জড়ো করলে হচ্ছে - ঢালু পাহাড়ে (ঐ যে) বড় গাছ , (সেখানে) ছৌ ঠাকুরটি (রয়েছে) । তারপর কাঁই সেনোয়া , কাঁই সেনোয়া মানে (আমি) যাব না , যাব না , যাব না । লক্ষ্য করেছ , আমাদের রাধার যমুনা এখানে ঢালু পাহাড় হয়ে গিয়েছে , অবশ্য গাছ উভয়েরই রয়েছে - রাধার কদম গাছ , এদের বোধ হয় সাল গাছ বা কদম গাছও হতে পারে - কোনও উল্লেখ নেই । //

সময়ও ত কাউকে না জানিয়ে নিজের মনে মসৃণ স্রোতে বয়ে যায় অথচ আমরা তবু অসহায় বোধ করি , বিশেষ করে যখন দেখি জীবনের সবকটা ফুল ফুটতে পারল না - একটা দুটো মরেই গেল কুঁড়িতে । মাত্র এইটুকু নালিস নিয়েই জীবনটাকে অস্বস্তিকর করে তোলা অতি সহজ , যেমন সহজ খেলাঘর ভেঙে ফেলা ।

কিন্তু খেলাঘর ভাঙতেই হবে এ কেমন কথা । তুচ্ছ , ক্ষুদ্রকেও ত মানানসই ভাবে বিশাল বৃহতের পাশে রাখা যায় । অসীমের মধ্যে সাজিয়ে রাখতে গেলে আবেগ দিয়ে মুড়ে দিতে হবে সীমিত ক্ষুদ্রকে , এবং সংযত নম্র ভব্যতা আর

আকুলতা ছাড়া আগেবের সৃষ্টি হয় না ।
এমনি একর্ি আবেগ দিয়েম্প কারোর কুলে গুয়া খাদানের বিস্তৃত অঙ্গনে খুশীর একর্া ফুল ফোর্াতে চেয়েছিলাম । গাঢ় নীল অসীম আকাশের নিচে বিশাল এক লাল আকরিক পাহাড়ের বুকে মানানসম্প ক্ষুদ্র একর্ি বাসনার গাছে কুঁড়ি ধরতে আরম্ভ করেছিল - দুর্ি একর্ি ফুল হয়ে সলাজ দৃষ্টিও মেলে ধরে ছিল । সবুজে সবুজে এম্প স্বপ্নময় অরণ্য ভূমির্কুতে যে কঠিন , দীর্ঘ কর্মযজ্ঞের আয়োজন , তার থালাতে সামান্য কর্ি ফুল দিয়ে ভেবেছিলাম কারোর সঙ্গে আনন্দে প্রসন্নতায় বয়ে যাবে যে কর্া দিন বাঁচব ।
কিন্তু যজ্ঞ লণ্ডভণ্ড করে দেওয়ার তাণ্ডব নর্তন-কুর্দনের সামনে ফুলের অর্ঘ সাজানোর্াও হাস্যকর প্রচেষ্টা বুঝলাম । প্রলয় নাচনে ভয় নাম্প - সে ত উত্তর প্রলয়কালে পরিশোধিত নব সৃষ্টির জন্ম দেয় । তাণ্ডব কিন্তু তার দোর্দণ্ড প্রতাপে সব কিছু ধ্বংস করে শেষে নিজেও নিশ্চিহ্ন হয়ে যায় ।
এম্প সব সৃষ্টিহীন ধ্বংস লীলার সাক্ষী হতে চাম্প না আমি । ভয়ে নয় , ঘৃণায় , দূরে থাকতে চাম্প । আমার যুক্তি ধারায় বিশ্বাসী সকলেম্প এম্প বিস্তৃত ধরণীর অন্য কোন শান্ত-ভদ্র-সংযত-মধুর একর্ি ক্ষুদ্র প্রাঙ্গন খুঁজে পেতে চাম্পবেম্প , যেখানে তারা নিত্য নব সঙ্গীতের সৃষ্টিতে ব্যস্ত থাকতে পারে নির্বিবাদে ।
ঠিক করলাম গুয়া ছাড়ব আমি ।
পুব আকাশের দিকে চেয়ে দেখি ঊষার আলো ঠিকরে বেরিয়ে আসছে । মাথার উপরের মেঘের দলও উধাও । পায়ের দিকে চেয়ে দেখি সফেদী আর খড়ি গোলা (আমার পোষা খরগোস দ□তী) সুপ্রভাত জানাতে হাজির - চারর্ি লাল চোখের ভাষায় কত কথা কম্পতে লাগল । আদর করে কোলে তুলে ওদের জন্য অতি যত্নে বাঁচিয়ে রাখা তৃণ ভূমির্কুতে ওদের পৌঁছে দিলাম । পাশেম্প ফুলের কেয়ারী শূণ্য - দাবদাহে সব পুড়ে জ্বলে শেষ - শত চেষ্টাতেও ওদের বাঁচিয়ে

রাখা যায় না । ওরা জাঁক দেখাবে আরও কিছু দিন পরে , বর্ষার সমাগমে । বেশী দেরী নেম্প আর । হঠাৎ এম্প শূণ্য কেয়ারীতেম্প এসে জুটলো গোটা চারেক শালিক ।

শুরু হ'ল ঘাড়-কোমর বেঁকিয়ে লম্ফ-ঝম্ফ করে ঝগড়া-মারামারি । আমি দেখছি ওদের , বুঝতে পেরেম্প হয়ত , ওরা হঠাৎ অন্য জায়গায় চলে গেল চুটিয়ে কোন্দল করবার জন্য । আস্তে আস্তে , হাসতে হাসতে আবার গিয়ে বসলাম আমার অতি প্রিয় টগর গাছটার তলায় , আমার অবকাশের ফসল , একটি কাষ্ঠাসনে পাহাড়ী ময়নাকে বুলি শিখিয়ে উড়িয়ে দিয়েছিলাম , সে রোজ সুপ্রভাত জানাতে আসে , উঁচু বারান্দায় আমার চা-টেবিলের কাছে , রোজ যেখানে বসে আমি চা খাম্প , সেখানে । আজ আমি টগর গাছের তলায় । ও কেমন করে জানতে
পেরে বারান্দা ছেড়ে আমার সামনে এসে মুখের দিকে চোখ ফিরিয়ে সুপ্রভাত জানাল রোজ যেমন করে জানায় অকুতোভয়ে । ওকে এখন চায়ে ডুবিয়ে বিস্কুট দিতে হবে । ওটা ওর প্রতিদিনের পাওনা । নব নিযুক্ত লালু ঠাকুর এখনম্প চা নিয়ে আসবে । তবু ডাকলাম তাকে তাড়াতাড়ি আসার জন্য । ময়না বলেম্প চলল , খানিকটা পরে পরেম্প , ডাক্তার সাহেব , সুপ্রভাত । ওর ভাগ না পাওয়া পর্য্যন্ত ও থামবে না জানি । একদল চড়ুম্প পাখীও বারান্দায় , আমার চা টেবিলের ধারে জটলা পাকিয়েছে , ওরা বুঝতে পারেনি আমি আজ টগর গাছের তলায় চা খাব এবং সেখানেম্প বিস্কুট পাঁউরুটি ছড়াব । বুঝলাম ময়না চেনে মানুষটাকে আর চড়ুম্প চেনে জায়াগাটুকুকে । লালু ঠাকুর সব গুছিয়ে আনার পরেও চড়ুম্পরা কিন্তু জায়গা ছেড়ে এল না । বাধ্য হয়ে আমিম্প উঠে গিয়ে ওদের ভাগ ছড়িয়ে দিয়ে এলাম । ওদিকে কলা বাগানের ধারে গতকালের উচ্ছিষ্ট খাদ্যকণা যা ডাষ্টবিনের মধ্যে লালু ফেলেছে , তার ভাগ বাঁটোয়ারার নিয়ে কাকের দল

হট্টগোল বাধিয়েছে । কালু সিং আর গোপাল সিং (আমার সারমেয় যুগল) মাঝে মাঝেস্প তেড়ে যায় - কাকেরা একু দূরে কাঁঠাল গাছের ডালে গিয়ে বসে , নিচের দিকে তাকায় । ব্যর্থ চেষ্টায় ল□া পেয়ে কালু গোপাল ফিরে আসে , এবং তক্ষুণি কাকের দলও যথাপূর্বং ভীড় - কাড়াকাড়ি শুরু করে দেয় ।

এদের সকাল বেলার এস্প লক্ষ ক্রিয়া-কলাপ রোজস্প দেখি কিন্তু আজকের এস্প আসন্ন বর্ষার আশাবরী প্রভার্তকে যেন বিশেষ চোখে দেখছি বলে মনে হল । মন ভরে গেল আনন্দে । কণ্ঠে আমার সুর আসেনা তবু গুনগুনিয়ে উঠলাম - ‘ আজ যেমন করে গাস্পছে আকাশ তেমনি করে গাও গো / আজ যেমন করে চাস্পছে আকাশ তেমনি করে চাও গো । ’ ব্যস্ - ঐ পর্য্যন্তস্প ! আর পদ মনে পড়ল না - ল□ায় চোখ বুজলাম ।

চোখ মেলে দেখি নতুন সূর্য্য ঝিলিং-বুরুর পিছনে লাল হয়ে আসছে । হৃষ্ট প্রভার্তিতে যে পরিপুষ্ট প্রসন্নতাু কু পেলাম তাকে দীর্ঘায়ত করার জন্য কারোর কুলে যাব একবার , ঠিক করলাম । গোবিন্দাকে কারোর কুলে সেস্প রেখে আসার পর তার আর কোন খোঁজখবর নিস্পনি - এস্প মওকায় সৌাও সেরে আসতে পারব ।

চিড়িয়া-দুস্পয়া খাদান বন্ধ হয়ে যাওয়ার সময়ে যাকে যাকে পারা গেছে গুয়ায় চাকরী দিয়ে আনা হয়েছিল । তাদের সব আবার চিড়িয়ায় পাঠাবার ব্যবস্থা হয়েছে । এস্প ফাঁকে দু-চার জন যারা একু কাজকর্মে অসংযত তাদেরও ব্রাউন চাস্পলেন চিড়িয়ায় নির্বাসন দিতে । আবার এমনও দেখা গেল ব্রাউন যাদের গুয়ায় রাখতে চান এমন , কাজে ফাঁকি দেয় না কয়েকজন লোক ব্রাউনের হাত থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য চিড়িয়ায় যেতে চায় । পেনম্যান এ সব ব্যাপারে নিজেকে জড়াতে

চায় না , সবস্প ব্রাউনের ওপর ছেড়ে দিয়েছে । পেনম্যান খুব চালাক (Tactful)

.

অকৃতকার্য্যতার বোঝাটা সে ব্রাউনের ঘাড়ে চাপাতে চায় , যদি দরকার হয় । পেনম্যানকে তাম্প একদিন মনে করিয়ে দিলাম , বললাম - বিফলতার বোঝাটা অন্যের কাঁধে চাপিয়ে দিলেও তোমার ত সফলতা এনে দেওয়ার ক্ষমতাটা প্রতিষ্ঠিত হবে না । তাতে লাভ কী ? চিড়িয়া এখন শূণ্য পাত্র , তার সদ্ব্যবহার কর , প্রশংসা পাবে ।

পরের দিন সার্কুলার বার হ'ল , যারা যারা চিড়িয়া যেতে চায় তারা যেন দরখাস্ত করে । অবশ্যম্প যারা চিড়িয়ার পুরোন লোক তারা যাবেম্প । সেম্প বিকেলেম্প তোত্লা গোস্বামী এসে হাজির , সঙ্গে গুহ , সরকার আর ভানুবাবু । গোস্বামীম্প প্রথম আরম্ভ করল নমষ্কার জানিয়ে - স্যার , আপনি নাকি তিনজন নতুন ডা-ডাক্তারের একজনকে গুয়ায় রেখে নিজে চি-চিড়িয়া চলে যাচ্ছেন ? নির্লিপ্ত জবাব দিলাম , ঠিক নেম্প এখনও , দরকার মনে করলে যাব । আ-আমাদের নিয়ে চলুন স্যার । গোস্বামীর আগেবভরা কণ্ঠস্বর । আমি জানি , যে তিনজন সামনে দাঁড়িয়ে , তারা কেউম্প , নিজের কাজে অপু ত নয়ম্প , বরং কাজকে এরা ভালবাসে , শ্রদ্ধা করে । গোস্বামীকেম্প বললাম , কাজকে ত তুমি ভয় করনা তবু কেন তুমি চিড়িয়া যেতে চাচ্ছ ? গোস্বামী চ জলদি বলে ফেলল , স্যার , ম-মহাজনদের পদাঙ্ক অনুসরণ করাম্প ত নিরাপদ !